মডেল থানার জন্য

জেন্ডার গাইড লাইন্স

যোগাযোগ

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি
আইডিবি ভবন (১২ তলা)
আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৪৩৬০৯, ৯১৪২৭০৮, ৯১৪৩৭৫৯, ফ্যাক্স : ৯১১৭৬৯২
মন্তব্য/পরামর্শ/ জিজ্ঞাসার জন্য ই-মেইল করুন : prp.info@undp.org
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েব ঠিকানা : http:/www.prp.org.bd

DFID Department for International Development

UNDP Bangladesh

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মডেল থানাসমূহের জন্য জেন্ডার গাইড লাইন্স তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি। গাইড লাইন্সটি লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির জেন্ডার স্পেশালিস্ট ফওজিয়া খোন্দকার ইভা। এটি রচনা করার ক্ষেত্রে পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, বিভিন্ন থানার কর্মকর্তা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, ইউএনডিপি ও পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির সহকর্মীরা তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন। এ কর্মসূচির পরামর্শক জনাব এএসএম শাহজাহান বিভিন্নভাবে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও কর্মসূচির জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব এন বি কে ত্রিপুরা; এনডিপি (জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ) গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছেন। পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির ব্যবস্থাপক (প্রোগ্রাম ম্যানেজার) জনাব হিউবার্ট প্রাইস হোফারও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। আমরা তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি
ইউএনডিপি

জেন্ডার গাইড লাইন্স

সূচিপত্র

ভূমিকা ১
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২
পদ্ধতি ২
জেন্ডার গাইড লাইন্সের প্রয়োজনীয়তা ৩
জেন্ডার গাইড লাইন্সের বিষয়সমূহ ৪
জেন্ডার গাইড লাইন্সের বাস্তবায়ন কৌশল ৭
মূল্যায়ন ৯
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১০
নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন ১৬

প্রকাশনায়:
পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি
সেপ্টেম্বর ২০০৭

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সার্বিক বিচার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এমন একটি দক্ষ ও কার্যকরী পুলিশি সেবার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে যা একটি অধিকতর নিরাপদ পরিবেশ গড়তে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সমঅধিকার এবং আইনের শাসন বজায় রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এবং ইউরোপিয়ান কমিশন (ইসি)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার বিচার বিভাগ ও প্রশাসন উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কারকে সমর্থন করছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশের নীতিমালা ও তার কার্যক্রম তথা অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত, পুলিশি কার্যক্রম ও বিচার, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, কৌশলগত পরিকল্পনা, আইটি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে আরো দক্ষ ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এই পুলিশি কার্যক্রমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্যও বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

যেমন

- পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অন্যান্য বিভাগের পুলিশদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
- মডেল থানার জন্য জেন্ডার গাইড লাইন্স তৈরি।
- পুলিশের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয়ক ধারণা প্রদান, নারী ও পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্র ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়সমূহ সন্নিবেশিতকরণ।
- নারী-পুলিশের তত্ত্বাবধানে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার গড়ে তোলা।
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের সমন্বয়ে ভিকটিমদের জন্য রেফারেল সিস্টেম তৈরি।
- নারী-পুলিশদের নেটওয়ার্ক গঠনে সহায়তা প্রদান।
- নারী-পুলিশদের সংখ্যাগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।
- নারী-পুলিশদের সক্ষমতাবৃদ্ধির (capacity building) জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশে নারী-পুলিশদের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন।

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭টি থানাকে মডেল থানা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যার অন্যতম প্রধান কাজ জননিরাপত্তা বৃদ্ধি করে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলা। জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক সেবা প্রদান করা। নারী ও শিশুদের উপযোগী জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরি করা যাতে স্বাচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে একজন নারী তার প্রয়োজনীয় সেবা মডেল থানা থেকে গ্রহণ করতে পারেন। জাতিসংঘকর্তৃক রচিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে সকল মানুষই সম অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের *ধারা-২, ধারা-৫, ধারা-৬, ধারা-৭, ধারা-৮, ধারা-৯ এবং ধারা-১০-এ* বিশেষভাবে আইনের সমক্ষে নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন ধারায়, সিডো সনদ ও পিআরএসপিসহ সকল দলিলে নারী-পুরুষের সমতার উল্লেখ রয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মডেল থানা কোন ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকে আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হবার অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
- মডেল থানা নারী ও শিশুবান্ধব (friendly) পরিবেশ তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
- মডেল থানা নারীর প্রতি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।
- সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মডেল থানা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
- মডেল থানায় পারিবারিক নির্যাতনসহ সকল নারী নির্যাতনের মামলা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হবে।
- থানাসমূহ নারীর প্রতি ইতিবাচক ও সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করবে।

পদ্ধতি

জেন্ডার গাইড লাইন্সটি তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রারম্ভিক মত বিনিময় সভা।
- ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন।
- থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়।
- পুলিশের উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়।
- এনজিও প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলোচনা।
- থানায় আগত নারী সেবা গ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি।

> জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।
>
> — বেগম রোকেয়া

জেন্ডার গাইড লাইন্সের প্রয়োজনীয়তা

> বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! জড়াউ অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।
>
> — বেগম রোকেয়া

বর্তমানে ১৭টি থানাকে মডেল থানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জেন্ডার গাইড লাইন্সটি মডেল থানায় ব্যবহার করা হবে। আশা করা যায় আগামীতে বাংলাদেশের প্রায় সবক'টি থানাতে এই জেন্ডার গাইড লাইন্সের মাধ্যমে নারীর প্রতি পুলিশের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

থানাগুলো যাতে জেন্ডার সংবেদনশীল হয় এবং থানায় সেবা গ্রহণকারী সকল নাগরিক বিশেষ করে নারীদের যথাযথ সেবা নিশ্চিত করতে পারার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জেন্ডার গাইড লাইন্স তৈরি করা হয়েছে। ভিকটিম, আসামি, সাক্ষী ও সাধারণ নারীরা যাতে আরো মর্যাদা ও সম্মানের সাথে পুলিশের কার্যক্রমের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

সামাজিকীকরণের ফলে নারী ও পুরুষের যে বৈষম্য সমাজ সৃষ্টি করেছে তা নারীকে প্রান্তিক অবস্থায় নিয়ে গেছে। নারী ঘরে ও বাইরে পিতৃতান্ত্রিকতার শেকলে বাঁধা। পরিবারে নারী পারিবারিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের শিকার। এ ছাড়াও নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত। অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীলতার কারণেও সমাজে তারা উপেক্ষিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি নারীর অধস্তনতার একটি বড় কারণ। সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীকে বিভিন্ন নির্যাতনের মুখোমুখি করে রেখেছে। বঞ্চিত এ নারীদের পাশে দাঁড়ানো সমাজের সকলের একান্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব।

সেবা প্রদানকারী সংগঠন হিসেবে সমাজে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের সমস্যা সমাধান, তদন্ত ও অনুসন্ধান পরিচালনা, থানার ভেতরে ও বাইরে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা পুলিশের দায়িত্ব। নারীরা বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত, ভিকটিম, আসামি ও নির্যাতিত নারীসহ সকল নারীই যাতে এসব থানা থেকে আশাব্যঞ্জক আইনি সহায়তা গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এই গাইড লাইন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গাইড লাইন্সের কিছু দিক-নির্দেশনা থানার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে সহায়তা করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য পুলিশ বাহিনীকে উদ্যোগী করে তোলা। সারা পৃথিবীতেই সামাজিক লিঙ্গীয় পার্থক্য হচ্ছে মূলত পিতৃতান্ত্রিক। আর বিরাজমান এই সামাজিক কাঠামোর কারণে নারী ঘরে ও বাইরে নানা ধরনের নিগ্রহের শিকার। নারী বৈষম্য ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয় প্রতিনিয়ত। নারীদের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়তে প্রয়োজন অঙ্গীকারের, প্রয়োজন সংবেদনশীলতার । আর এই সংবেদনশীলতা তৈরির জন্য প্রয়োজন কিছু দিক-নির্দেশনা। আশা করা যায় জেন্ডার গাইড লাইন্সটির মাধ্যমে থানায় কর্মরত পুলিশের আচরণের পরিবর্তন ঘটবে যা তাদের প্রতি নারীদের বিশ্বাস ও আস্থা তৈরিতে সহায়তা করবে। ফলে নারীরা নির্ভয়ে থানায় যেতে সক্ষম হবেন এবং থানায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

জেন্ডার গাইড লাইন্সের বিষয়সমূহ

- ধর্ম, বর্ণ, পেশা, শ্রেণী, সামাজিক অবস্থান ও প্রতিবন্ধীসহ সকলকে সমান সেবা প্রদান করা। সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদানে কোন ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন না করা। নারীর প্রান্তিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপে মডেল থানায় নারী ও শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা।
- আইনের কাছে নারী ও পুরুষ সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।
- থানায় আগত সকল ধর্ম, বর্ণ, পেশা, শ্রেণী ও সামাজিক প্রতিবন্ধী সেবা গ্রহণকারী নারীদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা। কোন ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য না করা।
- নারী ও পুরুষ সেবা গ্রহণকারীকে একই দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা।
- নারীদের সাথে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা। কোনভাবেই নারীর বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর ও অশালীন শব্দ বা ভাষা ব্যবহার না করা।

অশালীন ভাষা বলতে বোঝানো হয়েছে:

- নারীর সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন গালি-গালাজ, কটুবাক্য, অশ্রাব্য বা অন্য ভাষায় আক্রমণ করা।
- নারীর শারীরিক কাঠামো / গঠন নিয়ে উক্তি করা।
- চোখ রাঙানো বা ধমক দেওয়া।
- নারীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তামাশা করা।
- নারী সেবা গ্রহণকারীদের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব না দিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা।
- ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা, ইত্যাদি।

> কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং তারা নারী হয়ে ওঠে।
>
> — সিমোন দ্য বোভোয়া

- থানায় আগত নারীদের অপেক্ষার প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ডিউটি অফিসার ব্যস্ত থাকলে সেবা গ্রহণকারীকে তা বুঝিয়ে বলা ও বসবার জন্য নির্ধারিত স্থানে বসতে অনুরোধ করা।
- মডেল থানাসমূহে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথকভাবে চিহ্নিত টয়লেটের ব্যবস্থা থাকা ও তা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার রাখা।
- থানায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য পৃথকস্থানের ব্যবস্থা রাখা।
- সেবা গ্রহণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানির ব্যবস্থা রাখা।
- নারী, পুরুষ ও শিশু ভিকটিমদের জন্য পৃথক পৃথক হাজতের ব্যবস্থা রাখা। হাজতে যথেষ্ট আলো ও বাতাসের নিশ্চয়তা বিধান করা।
- নারী ভিকটিমদের শারীরিক তল্লাসী নারী-পুলিশ দ্বারা করবার ব্যবস্থা করা। কোনভাবেই একজন পুরুষ-পুলিশ কর্তৃক না করা।
- নির্যাতনের শিকার নারীদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা। (প্রয়োজনে অত্র এলাকার সরকারি চিকিৎসকদের সহায়তা গ্রহণ করা।)
- ধর্ষণের শিকার নারীদের ঘটনার আলামত নষ্ট হবার আগেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ধর্ষণের শিকার নারীকে অপ্রয়োজনীয়, বিব্রতকর ও অশালীন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে কটূক্তি না করা।
- থানায় অবস্থানরত নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা (এ ক্ষেত্রেও দক্ষ এনজিও কর্মীর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে)। নির্যাতনের শিকার নারী কখনো কখনো মানসিকভাবে দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েন, সে সময় তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- ধর্ষণের শিকার এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার নারীর ঘটনা প্রকাশ্যে না বলা এবং প্রচার থেকে বিরত থাকা।
- থানায় আগত নারী নির্যাতনসংক্রান্ত ঘটনা মনোযোগ ও গুরুত্বসহকারে শোনা এবং তাৎক্ষণিক সহায়তা নিশ্চিত করা।
- থানায় কর্মরত নারী-পুলিশ, সেবা গ্রহণকারী, ভিকটিম ও আসামি নারীসহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী-পুলিশদের দ্বারা পৃথক স্থানে আসামি বা ভিকটিম নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা (মডেল থানায় পৃথক স্থানের ব্যবস্থা রয়েছে)। নারী ভিকটিম ও নারী সাক্ষীদের যথাসম্ভব তাদের নিজ বাসস্থানে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা।
- কোন নারীকে গ্রেফতার করার সময়ে যথাসম্ভব নারী-পুলিশের উপস্থিতিতে তা নিশ্চিত করা।
- একজন নারী যখন একা থানায় যাবেন তখন কোন ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ না করা। তাকে কোনভাবেই হেয় প্রতিপন্ন না করা।
- থানায় অবস্থানরত হাজতি নারীদের দেখভালের দায়িত্ব কোন নারী-পুলিশকে প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে থানাসমূহে নারী-পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করে নারীকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ অফিসার গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জানাবেন।
- গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারকৃত নারীর শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন থাকলে দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার আঘাতের কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

- পারিবারিক নির্যাতন, বধূ নির্যাতন ও দৈহিকভাবে নিপীড়ন/ নির্যাতনের শিকার নারীদের ঘটনা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা। পারিবারিক নির্যাতন ও অন্যান্য নির্যাতনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন না করা।
- পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীদের ঘটনার বাস্তবতা পরিদর্শনে সরেজমিন তদন্ত করা। পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনাসমূহ কোনভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা। এক্ষেত্রে নারীর বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া। স্বামী বা ঐ পরিবারের অযৌক্তিক ও নেতিবাচক পরামর্শ গ্রহণ না করা।
- শিক্ষা বঞ্চিত নারী ভিকটিমদের এফআইআর ও এজাহার সঠিকভাবে লেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- বেআইনি, অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে নারীকে তার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- কোন ধরনের উপঢৌকনের কাছে নতি স্বীকার না করা।
- ভিকটিম, আসামি ও সাক্ষীসহ কোন নারীর সাথেই প্রতারণা / প্রবঞ্চনা না করা।
- থানায় আগত, অবস্থানরত কিংবা অপেক্ষমাণ নারীদের সাথে কোন ধরনের অশালীন, বিব্রতকর আচরণ করা হলে পুলিশের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- থানায় সেবা গ্রহণকারী ভিকটিম নারীকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়া।
- ভিকটিম এবং সাক্ষী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ভিকটিম নারীদের পুলিশের তত্ত্বাবধানে গঠিত ভিকটিম সার্ভিস সেন্টারে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। (পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির উদ্যোগে দু'টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে)
- মামলার সাক্ষী সংগ্রহ করা এবং সাক্ষীকে এজাহার সম্পর্কে অবগত করা (তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব)।
- মামলা রুজুর সময় আসামির বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা সন্নিবেশিত করা।
- ভ্রাম্যমাণ যৌনকর্মী বা কোন যৌনকর্মীর সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত বা হয়রানিমূলক আচরণ না করা।
- যৌনকর্মীর প্রতি কোন ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য বা গালাগাল না করা।
- ভ্রাম্যমাণ নারীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে থানায় প্রেরণ করা।
- অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যুবরণকারী নারীর সুরতহাল নারী-পুলিশ দ্বারা করার ব্যবস্থা করা।
- কোন নারীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, আটক অথবা নির্যাতন না করা।
- কোন নারীকে (আসামি ভিকটিম বা সাধারণ) তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসত বাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ না করা ।
- থানায় কর্মরত যে কোন পুলিশ নারী নির্যাতন করলে একইভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মাধ্যমে মামলা করা।
- গ্রেফতারকৃত নারী যদি তার কর্মক্ষেত্র বা বাসস্থান থেকে গ্রেফতার না হন তাহলে থানা কর্তৃপক্ষ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

* অশালীন প্রশ্ন বলতে এমন প্রশ্নকে বোঝানো হয়েছে যা নারীর মর্যাদা, সম্মান ও সুনামকে আঘাত করে এবং নারীকে অমর্যাদাকর ও নেতিবাচক অবস্থানে নিয়ে যায়।

জেন্ডার গাইড লাইন্‌স বাস্তবায়ন কৌশল

মডেল থানার জন্য তৈরি জেন্ডার গাইড লাইন্‌সটি প্রতিটি থানায় প্রেরণ করা হবে। পরবর্তী সময়ে জেন্ডার গাইড লাইন্‌সটি সকল পর্যায়ের পুলিশের সাথে আলোচনার জন্য অর্ধবেলা কর্মশালার আয়োজন করা হবে। আলোচনার প্রাক্কালে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন যে, জেন্ডার গাইড লাইন্‌সটি থানার সকল পুলিশ পড়বার সুযোগ লাভ করেছে। অর্ধবেলার কর্মশালায় জেন্ডার সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণাও প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি ইতিমধ্যে মডেল থানায় জেন্ডার ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে যা থানার পুলিশ বিভাগকে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে।

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ গাইড লাইন্‌স অনুযায়ী অগ্রগতি যাচাই এবং কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে সে বিষয়ক এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হবে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নারী-পুলিশ, একজন সাব-ইন্সপেক্টর, এলাকার দু'জন প্রতিনিধি ও একজন আইনজ্ঞর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি মাসে একবার থানায় সভার আয়োজন করবে। কমিটির সদস্যরা প্রয়োজন অনুযায়ী থানায় আগত সেবা গ্রহণকারী নারীদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত অথবা পুলিশদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তা নিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কোন পুলিশ জেন্ডার গাইড লাইন্‌স-এর বিষয়সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করলে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি
চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নর।

—কাজী নজরুল ইসলাম

এছাড়া এ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

- কার্যকর ও উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে প্রতি মডেল থানায় একজন নারী সাব-ইন্সপেক্টরসহ কমপক্ষে দুই থেকে তিন জন নারী-পুলিশ নিয়োগ দেওয়া হবে।
- প্রতি মডেল থানায় জেন্ডার ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।
- মডেল থানার কার্যক্রম যথাযথভাবে সংগঠিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে।
- মাসে একবার থানায় 'অভিজ্ঞতা বিনিময়' সভার আয়োজন করা হবে।
- থানায় অবস্থানকারী নারী-পুলিশদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
- মামলা পরিচালনার জন্য তহবিলখাত সৃষ্টি ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য পলিসি অ্যাডভোকেসি করে বরাদ্দ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
- কমিউনিটির সাথে থানার যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, যাতে প্রয়োজনে কমিউনিটির অগ্রসর জনপ্রতিনিধি বা এ বিষয়ে দক্ষ এনজিও নারী ভিকটিমদের সহযোগিতা করতে পারে।
- থানাকে সহযোগিতা করবার জন্য জনগণকে সচেতন করা।
- ভিকটিমদের জন্য ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার গড়ে তোলা হবে।
- মডেল থানার সেবার বিষয়টি নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মডেল থানা নারী ও শিশুদের একই রকম সেবা প্রদান করবে। শিশুদের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন:

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ০-১৮ বছরের নিচের সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। ১৮ বছরের নিচে বয়সসীমার সকলকেই শিশু হিসেবে বিবেচনা করা।
- থানায় আগত প্রত্যেক শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া, যাতে শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।
- মেয়ে-শিশুর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা।
- শিশুকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকা।
- থানায় আগত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক শনাক্তকরণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- যদি শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক শনাক্ত করা সম্ভব না হয় সে-ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হোমে (সরকারি, বেসরকারি হোম) প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কোন শিশু মামলায় জড়িত হলে এজাহারে লিপিবদ্ধ করার সময় তার ঠিকানা সঠিক ও স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা।
- থানায় আগত শিশুর সাথে অভিভাবকসুলভ আচরণ করা, যাতে শিশুর বিকাশ কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়।
- শিশুর প্রতি আপত্তিকর উক্তি বা অশালীন ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।
- ১৯৭৪ সালের শিশু-আইনের ৬ ধারা মোতাবেক শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির একই ব্যবস্থায় বিচার না করা।

মূল্যায়ন

মডেল থানাসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল সেবা প্রদান এবং নারী ও শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে কি না তা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা হবে। মডেল থানার জন্য গঠিত কমিটি ছাড়াও পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

জেন্ডার গাইড লাইন্সের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে:

- সেবা গ্রহণকারী সকল নারীর প্রতি মডেল থানার পুলিশ জেন্ডার সংবেদনশীল হবে।
- নির্যাতনের শিকার/অভিযোগকারী ও নারী আসামি মডেল থানার পুলিশের সেবায় সন্তুষ্ট হবে।
- নারী মামলা রুজুকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
- নারী নির্যাতনসংক্রান্ত মামলার চার্জশিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
- নারী সহকর্মীসহ অন্যান্য সেবাগ্রহণকারী নারীর প্রতি মডেল থানার পুলিশ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে।
- থানার অভ্যন্তরে নারী সেবা গ্রহণকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক হাজত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকবে।

> মেয়েদের স্বাধীনতা কেউ দিয়ে দেবেনা আদায় করে নিতে হবে। পুরুষ শাসিত সমাজ শতাব্দী ধরে মেয়েদের পায়ে যে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে তা ভাঙতে হলে সচেতন লড়াই দরকার।
>
> –বেগম সুফিয়া কামাল

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণাপত্র। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠনের সর্বজনীন এই ঘোষণাপত্রটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঘোষণাপত্রটি সংযুক্ত করা হলো, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ তা ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবিক অধিকারসমূহের এই সর্বজনীন ঘোষণাপত্রটিকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে ঐগুলোর সর্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

ধারা-১

বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে; অতএব ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা-২

যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা: জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান। অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।

ধারা-৩

প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৪

কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা চলবে না; সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

ধারা-৫

কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা-৬

আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতিলাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭

আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের লঙ্ঘনজনিত বৈষম্য বা এরূপ বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলের আছে।

ধারা-৮

যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালত মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা-৯

কাউকে খেয়ালখুশিমতো গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না।

ধারা-১০

প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-১১

ক. কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে প্রত্যেকের আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয় এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে; আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

ধারা-১২

কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশিমতো হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা-১৩

ক. নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৪

ক. নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও আশ্রয় লাভ করার অধিকার রয়েছে।

খ. অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে।

ধারা-১৫

ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা-১৬

ক. পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম-অধিকার রয়েছে।

খ. কেবল বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

গ. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী; সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃক এর সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৭

ক. প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা-১৮

প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একাই অথবা অপরের সাথে যোগসাজশে ও প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান, প্রচার, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-১৯

প্রত্যেকেরই মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়ে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২০

ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-২১

ক. প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

গ. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে; প্রত্যেকেরই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করতে পারবে।

ধারা-২৩

ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

গ. প্রত্যেক কর্মী তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকারী।

ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২৫

ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. মাতৃত্বকালে ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকের বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। জন্ম, বৈবাহিক বন্ধনের ফলে, বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা-২৬

ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ও মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

গ. যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

ধারা-২৭

ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও এর সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৮

প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য স্বত্ববান যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা-২৯

ক. প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি রয়েছে কেবল যার অন্তর্গত হয়েই তার ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

খ. স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ প্রয়োগকালে প্রত্যেকেরই শুধু ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে যা কেবল অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করতে পারে। এরূপ সীমাবদ্ধতা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনসমূহ মেটানোর উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা নিরূপিত হবে।

গ. এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোন ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা-৩০

এই ঘোষণার উল্লিখিত কোন বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে।

> স্ত্রীজাতি এ জগতে কেবল জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিম্বা পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্তও গঠিত নহে। পরোপকার ও অন্যের জন্য জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।
>
> — কৃষ্ণভাবিনী দেবী

সৌজন্যে: জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন

১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ যা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW) সনদ। এ সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তির জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দলিল। সহজ প্রাপ্যতার জন্য এই দলিলটিও সন্নিবেশিত করা হলো।

পরিচ্ছেদ–১

ধারা–১

এই কনভেনশনে, 'নারীর প্রতি বৈষম্য' বলতে বোঝাবে পুরুষ-নারী ভিত্তিতে যে কোন পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধিনিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া, তা ভোগ করা, অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা দমনকার মতো প্রভাব বা উদ্দেশ্য রয়েছে।

ধারা–২

এই কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে তারা যা যা করবে বলে অঙ্গীকার করে তা হচ্ছে:

ক) পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোন উপযুক্ত আইনে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

খ) নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালতে ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোন বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা;

ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;

ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

চ) প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ) যে সব জাতীয় দণ্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো বাতিল করা।

ধারা–৩

পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা–৪

১. পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কোন অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই কনভেনশনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোনভাবেই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসেবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই কনভেনশনে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না।

ধারা–৫

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যে সব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরন পরিবর্তন করা;

খ) মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয়– এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও উন্নয়ন এবং পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা।

ধারা–৬

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিচ্ছেদ–২

ধারা–৭

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে যেসব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে:

ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

খ) সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন;

গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

ধারা–৮

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষের সমান শর্তে এবং কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজকর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা–৯

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের মতোই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে, একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবে না, তাঁকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য করা হবে না।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই সমান অধিকার প্রদান করবে।

পরিচ্ছেদ–৩

ধারা–১০

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে:

ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলি; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

খ) সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে

সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোন ধারণা দূরীকরণ;

গ) বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরি লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

ঘ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোন দূরত্ব স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

ঙ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন;

চ) খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

ছ) পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

ধারা-১১

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নেবর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার নিয়োগদানের ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ) পেশা ও চাকরি স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং চাকরির সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার;

ঙ) বিশেষ করে অবসরগ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সবেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ) সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার।

২. বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাঁদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেগুলো হলো:

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্বসংক্রান্ত ছুটির কারণে বরখাস্ত এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ) বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকরির জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাসহ মাতৃত্বসংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;

গ) বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;

ঘ) গর্ভাবস্থায় যে ধরনের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরনের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩. এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

ধারা-১২

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. একই ধারার অনুচ্ছেদ ১-এর বিধান ছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষসমূহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই সাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করে গর্ভকাল, সন্তান জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জন্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

ধারা-১৩

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) পারিবারিক কল্যাণের অধিকার;

খ) ব্যাংকে ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ) বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

ধারা-১৪

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পল্লী এলাকার মহিলারা যেসব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের যেসব কাজ উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে:

ক) সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঘ) উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং সেই সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সামাজিক ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুবিধা লাভ করা;

ঙ) কর্মসংস্থান অথবা স্বকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্ব-সাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ) সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা;

ছ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি পুনর্বণ্টন স্কিমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ) বিশেষ করে গৃহায়ণ, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুবিধা ভোগ করা।

পরিচ্ছেদ-৪

ধারা-১৫

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইনভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে।

ধারা-১৬

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কবিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে:

ক) বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

খ) স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসেবে সঙ্গী বেছে নেওয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

গ) বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব;

ঘ) তাঁদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, তাঁদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে, পিতা-মাতা হিসেবে একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

ঙ) তাঁদের সন্তান সংখ্যা কত হবে ও সন্তান জন্মদানে কতটা বিরতি দেওয়া হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার প্রয়োগে সক্ষমতা অর্জনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও উপায় লাভের একই অধিকার;

চ) অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশিপ ও পোষ্যসন্তান গ্রহণ অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

ছ) পারিবারিক নাম, পেশা, অথবা বৃত্তি পছন্দের অধিকারসহ স্বামী অথবা স্ত্রী হিসেবে সমান অধিকার;

জ) বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার।

২. শিশুকালে বাগদান ও শিশুবিবাহের কোন আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি রেজিস্ট্রিতে বিবাহ রেজিস্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিচ্ছেদ–৫

ধারা–১৭

১. এই কনভেনশনের বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি বিবেচনার জন্য, কনভেনশন কার্যকর হতে শুরু হওয়ার সময় নৈতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং কনভেনশনে বর্ণিত ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন আঠারো জন এবং শরিক পঁয়ত্রিশতম রাষ্ট্রকৃত কনভেনশন অনুমোদিত অথবা সমর্থিত হওয়ার পর তেইশ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত একটি কমিটি (এরপর কমিটি নামে অভিহিত) গঠন করা হবে। রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের নাগরিকদের মধ্য থেকে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করবে, যারা ব্যক্তি যোগ্যতায় কাজ করবেন এবং তাদের নির্বাচনের সময় ন্যায্য ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব এবং সেই সাথে মূল আইনগত পদ্ধতিসমূহ বিবেচনা করা হবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হবে। প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারবে।

৩. এই কনভেনশন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাস পর প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি নির্বাচনের তারিখের অন্তত তিন মাস আগে জাতিসংঘ মহাসচিব দুই মাসের মধ্যে মনোনয়ন পেশ করার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছে পত্র দিবেন। মহাসচিব, মনোনীত ব্যক্তিদের নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন যাতে এসব প্রার্থীকে মনোনয়ন দানকারী রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ থাকবে এবং এই তালিকা তিনি রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছে পাঠাবেন।

৪. মহাসচিব কর্তৃক জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আহূত রাষ্ট্রপক্ষসমূহের এক বৈঠকে কমিটির সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ বৈঠকে কমিটির জন্য নির্বাচিত সদস্য হবেন তাঁরাই যারা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সর্বাধিক সংখ্যক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন। বৈঠকের কোরাম গঠনের জন্য কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে।

৫. কমিটির সদস্যরা চার বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। অবশ্য প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নয় জনের মেয়াদ দুই বছর পর শেষ হয়ে যাবে; প্রথম নির্বাচনের পরপরই কমিটির চেয়ারম্যান লটারির মাধ্যমে এই নয়জন সদস্যের নাম বাছাই করবেন।

৬. পঁয়ত্রিশতম অনুমোদন অথবা সমর্থনের পর এই ধারার ২, ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিটির অতিরিক্ত পাঁচ জন সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে নির্বাচিত অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে দুইজনের মেয়াদ দুই বছর পর শেষ হবে; কমিটির চেয়ারম্যান লটারির মাধ্যমে এই দুইজন সদস্যের নাম বাছাই করবেন।

৭. অনিয়মিত শূন্যতা পূরণের জন্য যে রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত রয়েছেন, সেই রাষ্ট্র কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে তার নাগরিকদের মধ্যে থেকে অপর একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে।

৮. কমিটির দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদের আরোপ করা শর্তে কমিটির সদস্যগণ, সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিয়ে জাতিসংঘের তহবিল থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ করবেন।

৯. জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের অধীনে কমিটির কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।

ধারা–১৮

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, এই কনভেনশনের বিধানসমূহ কার্যকর করতে আইনগত, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক ও অন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে অর্জিত অগ্রগতির বিষয়ে একটি রিপোর্ট কমিটির বিবেচনার জন্য মহাসচিবের কাছে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং তা পেশ করা হবে;

ক) কনভেনশনে সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এক বছরের মধ্যে; এবং

খ) তারপর প্রতি চার বছর অন্তর এবং কমিটি যখনই অনুরোধ করবে, সেই সময়।

২. রিপোর্টে এই কনভেনশনের অধীনে প্রত্যাশিত মাত্রায় দায়িত্ব পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াদি ও অসুবিধাসমূহের উল্লেখ থাকতে পারে।

ধারা–১৯

১. কমিটি নিজেই তার কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করবে।

২. কমিটি দুই বছর মেয়াদের জন্য তার কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

ধারা–২০

১. কমিটি, এই কনভেনশনের ১৮ ধারা অনুসারে পেশকৃত রিপোর্টসমূহ বিবেচনার জন্য সাধারণত বছরে একবার অনধিক দুই সপ্তাহের জন্য বৈঠকে মিলিত হবে।

২. কমিটির বৈঠকসমূহ সাধারণত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অথবা কমিটি নির্ধারিত অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা–২১

১. কমিটি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে প্রতি বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে তার কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে এবং রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট ও তথ্য পরীক্ষার ভিত্তিতে পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ এবং সেই সাথে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কোন মন্তব্য থাকলে, তা কমিটির রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. মহাসচিব নারীর অবস্থান সম্পর্কিত কমিশনের অবগতির জন্য কমিটির রিপোর্ট তার কাছে পাঠাবেন।

ধারা–২২

এই কনভেনশনের যেসব বিধান বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধির আওতায় পড়ে, সেগুলোর বাস্তবায়ন বিবেচনার ক্ষেত্রে তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। যেসব ক্ষেত্রে কনভেনশনের বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধির আওতায় পড়ে, সেগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহকে রিপোর্ট করার জন্য কমিটি আহ্বান জানাতে পারবে।

পরিচ্ছেদ–৬

ধারা–২৩

এই কনভেনশনের কোন কিছুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক উপযোগী এমন কোন বিধানের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, যে বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

ক) শরিক একটি দেশের আইনে; অথবা

খ) ঐ দেশের জন্য কার্যকর অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি অথবা সমঝোতায়।

ধারা-২৪

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

ধারা-২৫

১. এই কনভেনশন সকল রাষ্ট্রকর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য খোলা থাকবে।
২. জাতিসংঘ মহাসচিব এই কনভেনশনের রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. এই কনভেনশন অনুমোদনসাপেক্ষ। অনুমোদনের দলিলপত্রাদি জাতিসংঘে মহাসচিবের কাছে জমা রাখা হবে।
৪. এই চুক্তি সকল রাষ্ট্রকর্তৃক সমর্থনের জন্য খোলা থাকবে। জাতিসংঘে মহাসচিবের কাছে সমর্থনের একটি দলিল জমা দেওয়ার মাধ্যমে সমর্থন কার্যকর হবে।

ধারা-২৬

১. যে কোন রাষ্ট্রপক্ষ যে কোন সময় জাতিসংঘ মহাসচিবকে সম্বোধন করে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে বর্তমান কনভেনশন সংশোধনের অনুরোধ জানাতে পারবে।
২. এ ধরনের অনুরোধের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে কি না জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা-২৭

১. অনুমোদন অথবা সমর্থনের ২০তম দলিল জাতিসংঘে মহাসচিবের কাছে জমা দেওয়ার তারিখের পর ৩০তম দিন থেকে এই কনভেনশন কার্যকর হওয়া শুরু হবে।
২. অনুমোদন অথবা সমর্থনের ২০তম দলিল জমা দেওয়ার পর এই কনভেনশন অনুমোদন অথবা সমর্থনকারী প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব অনুমোদন অথবা সমর্থনের নিজস্ব দলিল জমা দেওয়ার তারিখের পর ৩০তম দিন থেকে কনভেনশনটি সংশ্লিষ্ট দেশের জন্য কার্যকর হবে।

ধারা-২৮

১. জাতিসংঘে মহাসচিব অনুমোদন অথবা সমর্থনের সময় রাষ্ট্রসমূহ যেসব মতামত প্রদান করবে তা গ্রহণ করবেন এবং সকল রাষ্ট্রের মধ্যে তা বিতরণ করবেন।
২. বর্তমান কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিরোধী বক্তব্যদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. প্রদত্ত মতামত জাতিসংঘে মহাসচিবকে সম্বোধন করে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং মহাসচিব তখন সকল রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। এ-ধরনের নোটিশ যেদিন গ্রহণ করা হবে, সেদিন থেকে তা গণ্য হবে।

ধারা-২৯

১. এই কনভেনশনের ব্যাখ্যা অথবা প্রয়োগের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রপক্ষের মধ্যে কোন মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা না গেলে তাদের একজনের অনুরোধে বিষয়টি সালিশির জন্য পেশ করা হবে। সালিশির জন্য অনুরোধ জানানোর তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের যে কোন একটি রাষ্ট্র আদালতের বিধি অনুসারে অনুরোধের মাধ্যমে মতবিরোধের বিষয়টি ন্যায়বিচারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করতে পারবে।
২. প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ এই কনভেনশনের স্বাক্ষর, অনুমোদন অথবা সমর্থন করার সময় ঘোষণা করতে পারবে যে, সে এই ধারার ১ অনুচ্ছেদ দ্বারা আবদ্ধ বলে বিবেচনা করে না। এই মর্মে মত প্রদানকারী কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে কনভেনশনে শরিক অপর রাষ্ট্রসমূহ ঐ অনুচ্ছেদ দ্বারা আবদ্ধ হবে না।
৩. কোন রাষ্ট্রপক্ষ এই ধারার ২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন মতামত প্রদান করলে যেকোন সময় সেই মতামত জাতিসংঘে মহাসচিবের কাছে নোটিশদানের মাধ্যমে প্রত্যাহার করতে পারবে।

ধারা-৩০

১. এই কনভেনশন, যার আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান গ্রহণযোগ্য, জাতিসংঘে মহাসচিবের কাছে জমা রাখা হবে।
এই দলিলে যা-কিছু লেখা আছে, তা প্রত্যয়নপূর্বক যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিম্ন-স্বাক্ষরকারী এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করছে।

সৌজন্যে: জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।